JUN 20 2002

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষকের দুর্নীতি ফাঁস : গ্রেফতার ৪

লিয়াকত শাহ ফরিদী, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট শিক্ষাবোর্ডের এক পরীক্ষকের দুর্নীতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ফাঁস হয়েছে। পরপর দুটি পাবলিক পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে বড় ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ার পর এবার উত্তরপত্র কেলেংকারির ঘটনা নিয়ে সিলেটে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এবারের এইচএসসি, পরীক্ষার উত্তরপত্র কিভাবে

সিলেট : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

সিলেট : শিক্ষাবোর্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর) একজন পরীক্ষার্থীর কাছে পৌঁছলে এ নিয়ে টানা তিনদিনের পুলিশি অনুসন্ধানে আসল ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে চারজন। অনুসন্ধানে জানা যায়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি প্রথমপত্রের,উত্তরপত্র নিয়ে এক পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে জালিয়াতি করছেন। ওই পরীক্ষকের নাম শাহীন আহমদ। তিনি কুলাউড়া উপজেলার ভূড়ি তৈয়বুন্নেছা একাডেমির ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক। এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষার পরপরই সিলেট শিক্ষাবোর্ড থেকে তাকে উত্তরপত্র দেয়া হয়। চতুর পরীক্ষক শাহীন উত্তরপত্রের ৬নং প্রশ্নের উত্তর মোতাবেক জানতে পারেন উত্তরপত্রগুলো কোন কলেজের। উত্তরপত্রে ইংরেজি দরখাস্তের নিচের ঠিকানায় ডিএসসি লেখা দেখে চতুর পরীক্ষক দক্ষিণ সুরমা কলেজ কেন্দ্রের খাতা বলে অনুমান করেন। কুলাউড়ার এক দালাল কাজল মাস্টারের মারফতে প্রভাষক শাহীন যোগাযোগ করেন দক্ষিণ সুরমা কলেজ কেন্দ্রের ছাত্রদের সঙ্গে। কাজল মাস্টার সিলেট শহরতলির দক্ষিণ সুরমায় এসে আমিনুল হক দুলাল নামের আরেক পরীক্ষার্থীর মাধ্যমে ওই উত্তরপত্রের আসল ছাত্র খালেদকে খুঁজে বের করে। এর পরদিনই খালেদ আহমদসহ দক্ষিণ সুরমা কলেজের কয়েকজন ছাত্র কুলাউড়া যায় এবং নিজ চোখে উত্তরপত্র শনাক্ত করে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে খালেদ আহমদ তার উত্তরপত্র নিজ বাড়ি দক্ষিণ সুরমায় নিয়ে আসে। উত্তরপত্র আনার পরপর ঘটনাটি চাউর হয়ে যায় সর্বত্রই। এরপর গত সোমবার দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশ পরীক্ষার্থী খালেদ আহমদ ও রুবেল আহমদকে গ্রেফতার করে এবং উত্তরপত্র জব্দ করে। আটককৃত দুই ছাত্রের ভাষ্যমতে, গত মঙ্গলবার দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশ আরেক ছাত্র আমিনুল হক দুলালকে গ্রেফতার করে। এদিকে গত সোমবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ কুলাউড়া উপজেলায় বিতরণকৃত উত্তরপত্রের পরীক্ষকদের কাছে ছুটে যায়। সেখানে তারা ওইদিনই উত্তরপত্র গুনে এবং সব ঠিকঠাক আছে বলে জানায়। তবে বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানায়, বোর্ড কর্তৃপক্ষের গণনার সময় পরীক্ষক শাহীনের কাছে দেয়া উত্তরপত্রের দুটি খাতা পাওয়া যায়নি। এ ঘটনাটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে চেপে যায়। পাশাপাশি বোর্ডের কর্মকর্তারা এ-বিষয়ে সিলেট পুলিশের ডিআইজি এমএ হানিফের সঙ্গে পরপর তিন দফা বৈঠক করেন। ডিআইজির নির্দেশে দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশ রহস্য উদঘাটনে অনুসন্ধান চালায়। এদিকে গত মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ সুরমা পুলিশ আটক ছাত্র আমিনুল ইসলাম দুলালকে নিয়ে কুলাউড়া যায় এবং দালাল কাজল দেব রায়কে গ্রেফতার করে। কাজলের বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার কাওলী গ্রামে। তার পিতার নাম বীরেন্দ্র দেবনাথ। গত মঙ্গলবার রাতে কুলাউড়া থানায় এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। মামলা নং ১৩। মামলার বাদী সিলেট শিক্ষাবোর্ডের সহকারী হিসাবরক্ষক চম্পক রঞ্জন তালুকদার। আসামিরা হচ্ছে পরীক্ষক শাহীন আহমদ, কাজল দেবনাথ ও দক্ষিণ সুরমা কলেজের ছাত্র আমিনুল হক দুলাল। এ ঘটনার পর থেকে প্রভাষক শাহীন আহমদ পলাতক রয়েছেন। দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল হক মুকুল জানান, আটক খালেদ আহমদ ও রুবেল আহমদকে ছেড়ে দেয়া হবে। এদের তদন্তের জন্য বর্তমানে হাজতে আটক রাখা হয়েছে। তাদের গত মঙ্গলবারও পুলিশি হেফাজতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা তদন্তের লক্ষ্যে সিলেট শিক্ষাবোর্ড কুলাউড়া এলাকার ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষকদের কাছে বিতরণকৃত খাতার সংখ্যা নিরূপণ করেও তাদের কাছে কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি। পুলিশি তদন্তে ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর গতকাল কয়েকবার শিক্ষাবোর্ডে টেলিফোন করে কোন কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি। বোর্ডের চেয়ারম্যান ঢাকা গেছেন বলে জানানো হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বারবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি।